চট্টগ্রাম

নারী নির্যাতন বাড়ছে

পৃথিবীব্যাপী নারী আন্দোলন জোরদার হচ্ছে। নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া রাষ্ট্রের উন্নয়ন সম্ভব নয়। যে কারণে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রেই সাংবিধানিকভাবে নারীর অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু এ দেশে নারীর অধিকার নিশ্চিত হয়নি। বরং প্রতিদিনই নারীর উপর অত্যাচার বাড়ছে। ধর্ষণ, হত্যা, সামাজিক বৈষম্যসহ নানা অনাচারের মধ্যেই এখানে নারীরা বেড়ে ওঠে। চট্টগ্রাম দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী হলেও নারী নির্যাতন এখানে অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে... লিখেছেন **সুমী খান**

বহুত্তর চট্টগ্রামে নারী নির্যাতনের মাত্রা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সাম্প্রতিক সময়ে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি, রাউজান, রাঙ্গুনীয়া, পটিয়া এবং বাঁশখালীতে ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতনে ভিটেছাড়া হচ্ছে অগণিত নারী-কিশোরী। পরিস্থিতি ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে। গত ক'সপ্তাহে ফটিকছড়ি, রাউজান, রাঙ্গুনীয়া এবং বাঁশখালী ঘুরে ভয়াবহ এ চিত্র পাওয়া গেছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, সন্ত্রাস, ডাকাতি, চাঁদাবাজি, হুমকি, নারী নির্যাতন সমানভাবে বেড়ে চলেছে। যা আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। এর সবগুলোতেই স্থানীয় বখাটে যুবকেরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত যা প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিরা জেনেও প্রত্যক্ষ মদদ দিচ্ছে। যে কারণে মূল অপরাধীরা মাত্রা ছাড়ানো অপরাধ করছে এবং সদম্ভে ঘোষণা দিচ্ছে– 'এই এলাকা শুধু তোমাদের না, আমাদেরও'। বাঁশখালীতে পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফারুল ইসলাম চৌধুরী অভয়বাণী দিয়ে আসার পরদিনই তারই এলাকায় তার ক্যাডাররা ষাটোর্ধ্ব রমণীকে তার স্বামীর সামনে ধর্ষণ করে ডাকাতি করে চলে যায়। যদিও একটি ছাতা, ৭০ টাকা নগদ, এক জোড়া রিং ছাড়া কিছুই পায়নি সে বাড়িতে। এ অবস্থায় অধিকাংশ তরুণী মহিলা বাড়ি ছাড়া। ফটিকছড়িতে কাশেম চৌধুরী, ওসমান, দিদার বাহিনীর দাপটে প্রায় প্রতিটি বাড়ির বিবাহিত-অবিবাহিত কোনো মহিলা বা তরুণীই নিরাপদে নেই। রাউজান, রাঙ্গুনীয়ার অসংখ্য তরুণী চট্টগ্রাম শহরে আত্মীয়-স্বজনের বাসায় পালিয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, স্নাতক পরীক্ষার্থীদেরও এ অসহায় অবস্থায় প্রশাসন নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

অথচ গত ৪ মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ১৫ দিনের আলটিমেটাম দিয়েছিলেন চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারে ব্যর্থ হলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে। গত ৯ মে তিন দিনের সফরে চট্টগ্রামে এসে আইজিপি মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী ফটিকছড়ি, রাউজান, রাঙ্গুনীয়া হাটহাজারীকে 'ক্রাইম জোন' চিহ্নিত করে বিডিআর-পুলিশ-আনসারের যৌথ অভিযান শুরু এবং এ কার্যক্রমের সঙ্গে যৌথ গোয়েন্দাটিমের কাজও শুরু হচ্ছে বলে সাপ্তাহিক ২০০০-এর মুখোমুখি হয়ে জানান। তার ভাষায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় উদ্বিগ্ন সন্ত্রাস কবলিত এই অঞ্চল চারটি নিয়ে। তিনি যৌথ অভিযান শুরু করে যাবার ঘোষণা দেন। সে ঘোষণা কার্যত মিথ্যে প্রমাণ হয়েছে গত বিশ দিনে। এসব এলাকার নিরীহ জনগণকে বারবার ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার করা হচ্ছে এমন অভিযোগ এলাকার সাধারণ লোকদের। শুধু তাই নয়, সঠিক চিত্র তুলে ধরতে কেউ এগিয়ে এলেই মামলায় জড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। তেমনি একজন রাউজানের সাংবাদিক শফিউল আলম– সাকা চৌধুরীর ক্যাডার রাউজানের নিহত ভিক্ষু হত্যার মূল আসামি আজিজুল হকের ক্যাডার হারুন হত্যা মামলায় গত ১২ মে নতুন করে তাকে জড়ানো হয়। অথচ হারুনের ভাই একটি মামলা আগেই করেছে। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সাকা চৌধুরীর দাপট প্রত্যক্ষভাবে এই ক্যাডার বাহিনীর একের পর এক হত্যা, অপহরণ, নারী নির্যাতনে মদদ দিচ্ছে।

এই ক্যাডার বাহিনীর ক'জনের অত্যাচার, নির্যাতন, ক্রমাগত হুমকি, চাঁদাবাজি এবং হামলার কারণে রাউজানের বেশ কিছু তরুণী গত এক বছর এলাকা ছাড়া। তেমনি একজনের নাম ধরা যাক মিতা। পরিবারের ৫ বোন দুই ভাইয়ের সবার ছোট। অন্য বোনদের কৈশোরেই বিয়ে হয়ে গেলেও বাবার শখ ছোট মেয়েকে পড়াবেন। দুধে আলতা গায়ের রঙ, সাধারণ গড়নের গোলগাল চেহারার মিতা এই প্রতিবেদকের মুখোমুখি হয়ে নীরব কান্নায় বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। 'গ্র্যাজুয়েশনের শখ ছিলো। কিন্তু রাউজান কলেজের ২০০ গজের মধ্যে থেকেও কাউখালী কলেজে পড়তে হতো। কী অপরাধ আমার? আজ এক বছর ধরে আমি, আমার পাড়ার আরো ৫টি মেয়ে এলাকা ছাড়া। পরীক্ষার আগে গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে আসবো ভেবে যেতেই খবর আসে আমাকে তুলে নিয়ে যেতে আসছে। এক কাপড়ে পালিয়ে এসেছি। আপন বোন, আত্মীয় যাদের বাড়িতে বেড়াতেও বছরে দু'বারের বেশি আসি না, এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছি। যেই দেখে ভাবে যেন আমারই অপরাধ হয়তো। বাবা-মা কেঁদে বুক ভাসান আমি এদিকে বসে কাঁদি।' পাশে বসে থাকা বয়োবৃদ্ধ আত্মীয়া বলে ওঠেন 'ক্যান গরিবো (কি করবে?) জামাই পাইলে নইলে বিয়া দিত এরি! (পাত্র পেলে বিয়ে দিতো!)'।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা নেবার দিন থেকে ফটিকছড়ির প্রায় প্রতি ঘরে নির্যাতিতা নারী ফটিকছড়ির রাঙ্গামাটিয়া মুরইষ্যাপাড়ার আপন দু'ভাইয়ের দু' মেয়েকে গত ১ অক্টোবর ওসমান-দিদার বাহিনীর ক্যাডার রাঙ্গামাটিয়ার নুরুল ইসলামের পুত্র জাহাঙ্গীর, ছোট ছেলুনিয়ার আইয়ুব জোর করে ধরে নিয়ে 'বিয়ে' করে মৌলভী ডেকে। দু'দিন রেখে পাঠিয়ে দেয়া হয় বাবার কাছে।

দ. রাঙ্গামাটিয়া শীল পরিবারের মেয়ে উ. রাঙ্গামাটিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার ঘরে জোর করে ঢোকে শীর্ষ সন্ত্রাসী ওসমান। সেই থেকে প্রকাশ্যে ইচ্ছে মতো ওসমানের আগমন মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে এলাকার সবাই। এই শিক্ষিকার আপন বৌদিকেও এভাবে নিয়মিত অত্যাচারের এক পর্যায়ে স্বামীকে নিয়ে বাপের বাড়ি রাঙ্গামাটি পার্বত্য অঞ্চলে

পটিয়া, বাঁশখালী, রাউজান, রাঙ্গুনীয়া, ফটিকছড়িসহ চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে নারী নির্যাতন ক্রমশ বেড়েই চলেছে অপরাধীদের প্রতি প্রশাসনের দাক্ষিণ্যের কারণে। নারী নির্যাতনের এমন চিত্র 'পাঞ্জাবি আমলে' ও দেখেননি কান্নায় ভেঙে পড়ে বললেন বয়োবৃদ্ধা কয়েকজন। এ প্রজন্ম বর্গী দেখেনি, পাকিস্তানি হানাদার দেখেনি। তাদেরই রক্তবীজের ধারা দেখছে একই মায়ের ছেলেদের শরীরে। বলে যায় দেশ ছাড়ো নয়তো এমনই চলবে

চলে যেতে বাধ্য হয়। তবে এই তরুণী শিক্ষিকা এখনো নিয়মিত নির্যাতিত হচ্ছেন ওসমানের ইচ্ছেমতো।

কাঞ্চননগর নাথপাড়ায় দশম শ্রেণীর ছাত্রীকে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে কাশেম চেয়ারম্যানের ক্যাডার বাহিনী ধরে নিয়ে পরদিন নির্যাতিতার বাড়িরই এক তরুণকে বাধ্য করে বিয়ে করতে। ক্যাডার বাহিনী নির্দেশ দেয় 'তোর সঙ্গেই প্রেম আছে ওর– বিয়ে করতে হবে।' নির্যাতিতা মেয়েটি এখনো সেই তরুণের স্ত্রী। তবে কাশেম চেয়ারম্যানের ক্যাডার বাহিনীর ভয়ে তটস্থ। যে কোনো সময় তাদের হাতে নির্যাতিত হতে হচ্ছে। পালাবার পথও এদের কাছে রুদ্ধ।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা নেবার সময়েই যুবলীগ নেতা তৈয়ব বাহিনীর ক্যাডার 'কাদের' বেড়াজালীর দেলোয়ার চৌধুরীর একমাত্র মেয়েকে জোর করে আকদ পরিয়ে পরদিন বাপের বাড়ি রেখে যায়।

গত মার্চে শিবির ক্যাডার কামাল সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী জামাল উদ্দিনের প্রতিষ্ঠিত গোলতাজ মেমোরিয়াল স্কুল ও কলেজের উচ্চ মাধ্যমিকের এক ছাত্রীকে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে যায়। পরে বাপের কাছে দিয়ে বলে 'তোমার মেয়েকে বিয়ে করেছি এক সপ্তাহের মধ্যে হাজারখানেক বর যাত্রী খাইয়ে অনুষ্ঠান করবা।' তাই করতে হয়েছে এবং শিবির ক্যাডার কামাল পরবর্তীতে আর ওখানে যায়নি। এ নিয়ে সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী জামালউদ্দিন বেশ ক্ষুব্ধ ছিলেন বলে জানা যায়। এলাকায় কদাচিৎ যান বলে খুব একটা প্রভাবও তাদের নেই। ফলে স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে এসব নির্যাতন।

গত ১৫ মে দ. টিলাপাড়ার মৃত আহমেদুল হকের দু'মেয়েকে (বাড়ি ঝিয়ের কাজ করতো) কাশেম চেয়ারম্যানের ক্যাডার কালা মাহবুব, শাহাজাইন্যা, সুলতাইন্যা, আলমগীজ্যাসহ ৭-৮ জন তুলে নিয়ে পাহাড়ে এক রাত রেখে পরদিন দিয়ে যায়।

কাশেম চেয়ারম্যানের খুঁটির জোর কোথায়?

ফটিকছড়ির নতুন গডফাদার কাশেম চেয়ারম্যান '৭২ সাল থেকে আওয়ামী লীগের সাইন বোর্ডে সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন, অস্ত্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে নতুন লাইন ধরেছেন। সাকা চৌধুরীর পদলেহন করে সদর্পে এলাকায় এবং সারা চট্টগ্রামে ক্ষমতার দাপট দেখাচ্ছেন। প্রতিটি অপহরণের সঙ্গে পুলিশ কাশেম চেয়ারম্যানের এবং ফটিকছড়ির সংশ্লিষ্টতা পেলেও কিছুই করা যাচ্ছে না তাকে। এতো অসহায়ত্ব কি কারণে? এ পরিস্থিতিতে নজিবুল বশর মাইজভান্ডারি পিছটান দিয়েছে বলেই শোনা যাচ্ছে। কিন্তু ক্যাডার বাহিনীর সন্তুষ্টির জন্যে সারা ফটিকছড়ির নারী সমাজকে উৎসর্গ করলেন কাশেম চেয়ারম্যান কোন অধিকারে?

শোকাহত হতাশ ফটিকছড়িবাসী

'মাঝে মাঝে মনে হয় আল্লাহ বলে কিছু নাই– থাকলে আমাদের বৌ-ঝিদের ওপর এতো অত্যাচারে তার আরশ কাঁপে না কেন? ফটিকছড়ি পৃথিবীর বাইরে যেন প্রশাসনিক কোনো হস্তক্ষেপ নাই।'

গত ১২ এপ্রিল সাপ্তাহিক ২০০০-এ ফটিকছড়ির ওপর একটি প্রতিবেদন এলে বেশ তোলপাড় হয়ে যায় এবং নির্যাতিত অনেকেই যোগাযোগ করতে থাকে। একটু আশা, একটি প্রতিবেদনও তাদের স্বস্তি দেয় কিছুটা।

বাঁশখালীতে গত ৩০ বছরে প্রথম নির্বিচার নির্যাতন

গত ৭ মে রাত ১২টায় পালেগ্রাম আদিত্য আশ্রমে ১০/১২ জন মুখোশধারীর হামলায় প্রচন্ড আহত হয় পুরোহিত প্রদীপানন্দ ব্রহ্মচারী। তার সেবিকা এবং দুই কিশোরী কন্যার নির্যাতনের চিহ্ন রক্তাক্ত টুকরো করা ছেঁড়া পায়জামা, পেটিকোট নিয়ে এই প্রতিবেদককে সেবিকা দেখালেন। টহল পুলিশ চারজনের তিনজন রাইফেল হাতে, হিন্দু একজন লাঠি হাতে নীরব দর্শক ছিলেন। তবে পুলিশ নিয়মিত মাসোহারা পায়– এলাকাবাসীর মতে। হিন্দু পুলিশের হাতে লাঠি দিয়ে বলা হয়েছে এটাই ওপরের নির্দেশ। প্রশাসন কি তবে সন্ত্রাসী ডাকাতদের নির্দেশে চলে? যাবার সময় আশ্রমের ধানের গোলার (টিনের তৈরি) তালা ভেঙে ঢুকতে গেলে কাঠের সিঁড়িটি (যেটা বেয়ে উঠেছে) পড়ে যায়। একজন চেঁচিয়ে ওঠে আতঙ্কে 'এখানে জিন আছে নেমে যা।' মহাদেবের বাঁধানো ছবি দূর থেকে অন্ধকারে জ্বলতে দেখে যেন। বলে ঐতো ঐটা জিন হয়ে গেছে পালা।' যাবার পথে ৫০ গজ দূরে ৯ পরিবারের বাড়ির ৩ পরিবারে ডাকাতি করে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী দু'তরুণীকে নির্যাতন করে যায়।

এলাকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরী তার ভাষায় 'হুলস্থুল ডাকাতির কারণে' এলাকা পরিদর্শন করে বেশ অভয় দিয়ে যান ১৩ মে সোমবার। পরদিন ১৪ মে রাতে আশ্রমের ১০০ গজের মধ্যে ডাকাতি হয় মুহুরী বাড়ি। বিজয় গোপাল হোড়ের বাড়িতে। মুহুরী বাড়ির জানালার গ্রিল কেটে টিভি, ভিসিআর, নগদ দু'লক্ষাধিক টাকা নিয়ে পরিবারের সবাইকে প্রচন্ড মারধর করে। যাবার পথে প্রতিবেশী বিজয় গোপাল হোড়ের মাটির ঘরে ঢুকবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ২৫ ইঞ্চি পুরু দেয়াল কোপানোর পর দেড়তলা বাড়ির ওপরের (১৪ ফুট ওপরে) জানালা কেটে ঢোকে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নিঃস্ব দু'জনকে অশ্রাব্য গালাগালের পর ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধাকে বিবস্ত্র করে প্রচন্ড মারধর এবং চরম নির্যাতন করে। এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন,'তাদের বললাম বাবারা আমি কানের রিং খুলে দিচ্ছি টানাটানি করো না।' বিজয় কৃষ্ণের সামনে ৫০ বছরের বিবাহিতা স্ত্রী নির্যাতিত হলেন– মূক, স্তব্ধ, বিজয়কৃষ্ণ। 'ঐ ব্যাটা চাবি দে... পুত .... চাবি নিয়ে স্টিলের আলমারি খুলতে ব্যর্থ হয়ে বিজয় কৃষ্ণের শায়িত বুকের ওপর আলমারি ফেলে কোপানো হয়। ভেতরে একটি ছাতা ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি। নগদ পেলেন সত্তর টাকা। ফিরে যাবার পথে এধার ওধার এবাড়ি ওবাড়ি চেঁচিয়ে সদম্ভে শুনিয়ে যায় এটা আমাদেরই এলাকা। প্রয়োজনে ছেড়ে যেতে পারো আমরা আছি, থাকবো। বাস্তবেও তাই হয়েছে। এই এলাকায় হাতে গোনা ক'জন মধ্যবয়স্ক বৃদ্ধা ছাড়া সবাই এলাকা ছাড়া। পুরুষরা রাত জেগে পাহারা দেয়– সকালে ঘুমায়।

অসহায় সন্ত্রস্ত মায়ের সামনে অসহায় আমি তাদেরই একজন

পালেগ্রামে বিপ্লবী গণসঙ্গীত শিল্পী প্রয়াত অচিন্ত্য চক্রবর্ত্তীর বাড়িতে তার বৃদ্ধা ন্যুব্জপ্রায় স্ত্রী ছাড়া সবাই ভিটে ছাড়া। সে বাড়ির দিকে যাবার পথে হঠাৎ মধ্যবয়স্কা এক রমণী চিৎকার করে কেঁদে এই প্রতিবেদককে জড়িয়ে ধরেন। 'মা আমার দু'মেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে– তোমাকে দেখে ওদের জন্যে বুক ফেটে যাচ্ছে। বিডিআর ক্যাম্পের পাশে ওরা আশ্রয় নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে। পাড়ায় সন্ত্রাসীরা কোনো মেয়েকে ছাড়ছে না। রাতে পড়তে গিয়েও আঁতকে ওঠে এই বুঝি ডাকাত এলো! ওদের কি কখনো বাড়িতে ফেরাতে পারবো? বলো মা জবাব দাও।' বাকরুদ্ধ আমিও অসহায় তাদেরই মতো একজন।

জেলা প্রশাসক-পুলিশ সুপারের স্বীকারোক্তি: গণধর্ষণ জলদি বণিকপাড়ায়, নির্যাতন কোকদন্ডীতে

এরকম অসংখ্য উদাহরণ সারা বাঁশখালীতে। জলদি বাইন্যা পাড়ায় (বণিকপাড়া) ধর্ষণ হয় একই সময়ে– এলাকার সবাই হিন্দু, মুখ বন্ধ সবার। প্রাণে তো বাঁচতে হবে। আমরা যাবার সঙ্গে সঙ্গে কিছু উদ্ধত মুখ চারপাশে দাঁড়িয়ে পরিচয় জানতে চায়। ড্রাইভার মুখ ফস্কে ডাকাতি নিয়ে প্রশ্ন করতেই ফুঁসে ওঠে এক যুবক– 'কী ডাকাতি?' অনুসন্ধানে সত্যতা পাওয়া গেলেও বিস্তারিত পাওয়া সম্ভব হয়নি।

একই ঘটনা কোকদন্ডী গ্রামেও । এ নিয়ে ২৩ মে বিকেলে বাঁশখালী আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক বৈঠকে প্রধান অতিথি চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক উদ্বেগ প্রকাশ করেন বরাবরের মতোই। বিশেষ অতিথি পুলিশ সুপার মতিউর রহমান বলেন, 'ডাকাতের তালিকা পুলিশের হাতে রয়েছে, আইন-শৃঙ্খলা উন্নতিতে সর্বোচ্চ সহযোগিতা জনগণ পাবেন এমন আশ্বাস তিনি দেন।' তবে জেলা প্রশাসক আবদুস সালাম বলেন, '১০টি খারাপ জেলার মধ্যে চট্টগ্রাম একটি, ১৫টি খারাপ উপজেলায় বাঁশখালী একটি।'

সবই সত্য। তবে সবার ওপরে সত্য পরিস্থিতি কেবল অবনতির দিকে।

পটিয়া উপজেলার ৫ নং দৌলতপুর ইউনিয়নের মদদী ইউসুফ একমাস ধরে হুমকি দিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালায় আপন চাচাতো বোনকে।

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি আবুল হোসেনের ষোড়শী কন্যাকে মদদী ইলিয়াস দুপুর বারোটায় মেয়েদের পুকুরঘাটে মারধর, জামাকাপড় ছিঁড়ে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। পাড়া-প্রতিবেশী ছুটে এলে ইলিয়াস প্রকাশ্যে হুমকি দিয়ে ঘরে ঢুকে যায়। নির্যাতিতার ভাই বাদী হয়ে পটিয়া থানায় মামলা (১৯ (২) ২০০২) করলে মামলা তোলার হুমকি দেয় ইলিয়াস। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯ মার্চ রাতে ঐ তরুণীর ভাই মোস্তাককে (১৮) বাড়ি থেকে শহরে ফেরার পথে রাত ৮টায় রড দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে ইলিয়াস। এখনো মোস্তাক শয্যাশায়ী। নির্যাতিতা তরুণী আজো বাড়ি ছাড়া।

বৃদ্ধা আবুল হোসেন এই প্রতিবেদককে গত ১৬ মে দুপুরে কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, আমার ভাই-ভাবি দু'জনেই এই ছেলের সন্ত্রাসে অতিষ্ঠ হয়ে মারা গেছে, এখন আমাকে বাড়ি ছাড়া করে সব দখল করতে চায়। আমার ছেলে-মেয়ে সব বাড়ি ছাড়া। আমার এ বৃদ্ধ বয়সে মেয়েকে বিয়ে দেবারও উপায় নেই। ছোট মেয়েটা শামীমা (৭ম শ্রেণীর ছাত্রী) স্কুলে যেতে পারছে না ভয়ে। উল্লেখ্য, বাড়িতেই বখাটে কিছু তরুণ এবং স্ত্রী সেনোয়ারাকে নিয়ে মদের ব্যবসা করে ইলিয়াস। তার নামই হয়ে গেছে মদদী ইলিয়াস। ৫০ গজের মধ্যে পুলিশ ফাঁড়িতে তদন্তকারী কর্মকর্তা নজমুল হুদা এখনো নিষ্ক্রিয়। ইউপি চেয়ারম্যানসহ সবাই মদদী ইলিয়াসের মদের সঙ্গী এমন অভিযোগ এলাকাবাসীর। আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রিতা নির্যাতিতা এই তরুণী এই প্রতিবেদককে বলেন, এক রাতে বৃদ্ধ বাবার সঙ্গে থাকতে গিয়ে ইলিয়াসের অশ্লীল ভাষায় চেঁচামেচি, পাথর ছোঁড়ার ভয়ে বাড়ির ভেতরেই প্রাকৃতিক কাজ সারতে হয়েছে। এখনো তুলে নিয়ে যাবার জন্যে লোক লাগিয়ে রেখেছে এখানে। কোথাও বেরুতে পারি না। এখনো প্রকাশ্যে অশ্লীল অশ্রাব্য ভাষায় হুমকি দিচ্ছে মদদী ইলিয়াস– কিছুই হয়নি এখনো। আদৌ হবে কি না এ আশঙ্কা নির্যাতিতার পরিবার এবং এলাকাবাসীর। তবে এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পটিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে নারী নির্যাতন ক্রমশ বেড়েই চলেছে অপরাধীদের প্রতি প্রশাসনের দাক্ষিণ্যের কারণে।

নারী নির্যাতনের এমন চিত্র 'পাঞ্জাবি আমলে' ও দেখেননি কান্নায় ভেঙে পড়ে বললেন বয়োবৃদ্ধা কয়েকজন। এ প্রজন্ম বর্গী দেখেনি, পাকিস্তানি হানাদার দেখেনি। তাদেরই রক্তবীজের ধারা দেখছে একই মায়ের ছেলেদের শরীরে। বলে যায় দেশ ছাড়ো নয়তো এমনই চলবে!

চট্টগ্রাম শহরে নির্যাতিত মা- মেয়ে এবং সরকারি চিকিৎসকের খবরদারি

পাহাড়তলী সরাইপাড়া ওয়ার্ডের নতুন বাসিন্দা সেনোয়ারা (২৫) স্বামীর মৃত্যুর এক বছর পর কুমিল্লার নাঙ্গলকোট থেকে চট্টগ্রামে আসেন স্বামীর রেখে যাওয়া চার সন্তান এবং তার দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ। নিজেই খুঁজে নেন এ্যাপেক্স ফিশারিজের প্যাকিং স্টাফের চাকরি। সঙ্গে স্বামীর আগের স্ত্রীর কন্যা আমেনা (১৫)। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত কাজে সেনোয়ারা মাসিক ৭৫০ টাকা, আমেনা মাসিক ৫০০ টাকা বেতন পান। বাড়িতে ৯ বছরের শিশু কন্যা থেকে দেড় বছরের কন্যা পর্যন্ত চারটি শিশু। এ অবস্থায় এক শুক্রবার (১০ মে) বিকেলে প্রতিবেশী ফকিরা (১৬) ধর্ষণ করে ৯ বছরের শিশুটিকে বাড়ি ফিরে সেনোয়ারা সালিশ করতে চান। চট্টগ্রাম এসে ১০ দিনের মাথায় বাড়ি ঢুকে এ অত্যাচার কেন?

১৩ মে আমেনা একা বাড়ি ফিরছে রাত সাড়ে ৮টায়, অসুস্থ মা যাননি। বাড়ি ফেরার ফেরার পথে ফকিরার ভাই রফিক (১৮) রিকশায় উঠিয়ে নিতে চায় আমেনাকে, পারেনি। পরপর দুই ঘটনায় ক্ষুব্ধ সেনোয়ারা বিচার পাননি কারো কাছে। রফিক বিয়ের প্রস্তাব দিলে ফিরিয়ে দেন তিনি। রফিকের মা গার্মেন্টস কাজী জোবেদা (৪৫) সেনোয়ারাকে

দ. রাঙ্গামাটিয়া শীল পরিবারের মেয়ে উ. রাঙ্গামাটিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার ঘরে জোর করে ঢোকে শীর্ষ সন্ত্রাসী ওসমান। সেই থেকে প্রকাশ্যে ইচ্ছে মতো ওসমানের আগমন মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে এলাকার সবাই। এই শিক্ষিকার আপন বৌদিকেও এভাবে নিয়মিত অত্যাচারের এক পর্যায়ে স্বামীকে নিয়ে বাপের বাড়ি রাঙ্গামাটি পার্বত্য অঞ্চলে চলে যেতে বাধ্য হয়। তবে এই তরুণী শিক্ষিকা এখনো নিয়মিত নির্যাতিত হচ্ছেন ওসমানের ইচ্ছেমতো।

২০০টাকা হাতে দিয়ে বলেন– তোরই তো ঝামেলা হবে মেয়ে নিয়ে, আমার ছেলের কিছুই হবে না। চুপ করে যা। সেনোয়ারা প্রতিবাদী স্তরে ফিরিয়ে দেয় টাকা। ১৯ মে সন্ধ্যায় ক্ষুব্ধ রফিক সেনোয়ারা আমেনাকে প্রকাশ্যে মারধর করে প্রতিবাদের অপরাধে। একই দিন রাত তিনটায় ছাদের টিন তুলে বেড়া (দমদমা) কেটে হামলে পড়ে আমেনার ওপর। চিৎকারে সেনোয়ারা উঠে দরজা হাতড়ান অন্ধকারে। এর মধ্যে আমেনার গলার ডান দিকে জবাই করতে চায় রফিক- এলোপাতাড়ি কুপিয়ে বুকে, হাতে পিঠে ক্ষত বিক্ষত করে দেয় আমেনাকে। এরপরই সেনোয়ারার পিঠে, বুকে হাতে ছুরি বিঁধিয়ে যায় অনবরত। খুব ধারালো ছুরি হয়তো ছিল না, প্রাণে বেঁচে যায় দু'জনেই। ইতিমধ্যে দরজা খুলে ফেলেন সেনোয়ারা। রফিক তার পেটে আমূল বিঁধিয়ে দেয় ছুরি, মায়ের সামনে। পরদিন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ২৫ নং ওয়ার্ডে মারা যায় রফিক, চিকিৎসাধীন থাকে আমেনা সেনোয়ারা। থানায় মহিলা পরিষদ নেত্রীদের চাপে ফকিরা গ্রেপ্তার হয়ে কোর্টে চালান হয়।

সাংবাদিক সমাজকর্মী, মহিলা পরিষদ কেন্দ্রীয় নেত্রীরা যেতেই সহকারী রেজিস্টার ডা. মাসুদ করিম প্রচন্ড বিরক্ত হন। সেনোয়ারাকে ডেকে বলেন, কারো সঙ্গে কথা বললে লাথি মেরে বের করে দেয়া হবে। ৪০ ঘন্টা না পেরোতেই ২/৩ ইঞ্চি ইঞ্জুরির রোগীদের তাই করলেন কর্তব্যনিষ্ঠ (!) মাসুদ করিম। ২২ মে এই প্রতিবেদক হাসপাতালে তাদের না দেখে পাহাড়তলী সরাইপাড়া গেলে তাদের স্যাঁতসেঁতে মাটির মেঝেতে অভুক্ত অসহায় শুয়ে থাকতে দেখা যায়।

পাশে দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ চার শিশু কাঁদছে। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, সারাদিন এরা অভুক্ত। তাদের খাবার রান্নার এবং ওষুধের সাময়িক ব্যবস্থা হয়। পরদিন সকালেই (২৩মে) বিএমএ নেতা মেডিক্যাল হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার শাহ-ই আলমের সহায়তায় ভর্তি করা হয়। তবে ইমার্জেন্সি মহিলা পর্যবেক্ষণ রুমে।

চমেক হাসপাতালের আবাসিক সার্জন ডা. জাহাঙ্গীর হোসেন এই প্রতিবেদককে বলেন, 'সেনোয়ারার গলায় যে ক্ষত ইতিমধ্যে রক্তপাত হচ্ছে। এ অবস্থায় এদের কী করে হাসপাতাল থেকে বের করে দেয়া হলো। তবে দু'জনেরই যথেষ্ট গুরুতর আঘাত। অ্যাটেম্প টু মার্ডার– এটা নিশ্চিত অথচ ২৫ নং ওয়ার্ডের বিভাগীয় প্রধান ডা. মারগুব মোর্শেদ এ ব্যাপারে একেবারেই নিষ্ক্রিয়। প্রশ্ন ওঠে তবে সরকারি হাসপাতাল কাদের জন্যে?

পাষন্ড পিতা যখন নিয়মিত ধর্ষক

ইডিপাস নাটকের শেষ দৃশ্যে রাজা ইডিপাস জানালেন তার স্ত্রীই তার গর্ভধারিণী মা। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে তারা স্বামী-স্ত্রী। বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে এলেও বাস্তবতায় আজ তাই সত্য অনেকটা। অজ পাড়া গাঁয়ের নূর বেগম (৩২) স্বামী আব্দুল মোনাফ (৪২) কে বাড়িতে রেখে লাকড়ি কুড়াতে পাহাড়ে যান। রাঙ্গুনীয়ার বগার বিলের দিনমজুর আবদুল মোনাফ অসুস্থতার অজুহাতে অলস সময় কাটায় বাড়িতে। ৭ ছেলে মেয়েদের প্রথম সন্তান কৈশোর উত্তীর্ণা। হঠাৎ স্ফীত পেটের কন্যার দিকে মায়ের চোখ পড়ে। মোনাফ ধমকে থামিয়ে দেয় নূর বেগমকে। বৈদ্যের কাছে নিলে ডাক্তার দেখাতে বলে। গত ২২ মে গরু বেচে ডাক্তার দেখায় আবদুল মোনাফ। বাড়ি আনার পর নূর বেগম কানে কানে মেয়েকে বলে, 'কীরে মা তোর পেট সমান হলো কী করে?'

'আমি তো জানি না, স্যালাইন দিয়েছে। এরপর হুঁশ ফিরতেই পাশে ছোট বাচ্চা দেখেছিলাম।' হাউমাউ করে কেঁদে মা বলেন, 'কে তোর এমন করলো? 'বাবা'! বজ্রপাত যেন মাথায়! নূর বেগম চিৎকার করে লোক জড়ো করলেন। দা নিয়ে আবদুল মোনাফ হুমকি দিয়ে মেয়েকে প্রতিদিন নির্যাতন করে গেছেন অবলীলায়– কোনো পশু কি এমন করেছে কখনো? গণপিটুনি খেয়ে এই থানা হাজতে আবদুল মোনাফ যে কোনো শাস্তির জন্যে প্রস্তুত হলেও কৃতকর্ম নিয়ে অনুতপ্ত হাবার মতো অনুভূতি তার নেই। এলাকাবাসীর দাবি তার ফাঁসি অথবা কোমর সমান পুঁতে পাথর ছোঁড়া হোক!